চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৩.০৮.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম শাখা ড্যাবের অনুষ্ঠানে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন
বেগম খালেদা জিয়াকে বাদ দিয়ে দেশের ইতিহাস লেখা যাবে না

স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার আপোষহীন ভূমিকা তুলে ধরে বিএনপি নেতা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, এ নেত্রীকে বাদ দিয়ে দেশের কোনো ইতিহাস রচিত হবে না।তিনি বলেন, স্বৈরাচারী হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে যখন আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে জামায়াত ইসলামীসহ অন্যান্য দলগুলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছিল, তখনই আপোষহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা দিয়েছিলেন, এরশাদের সাথে কোনো নির্বাচনে বিএনপি যাবে না। ১৯৮৬ সালে চট্টগ্রামের লালদিঘীর ময়দানে খালেদা জিয়া এ ঘোষণা দেন। তখন শেখ হাসিনাও একই কথা বললেও ঢাকায় গিয়ে তিনি এরশাদের সঙ্গে নির্বাচনে অংশ নেন। অথচ বেগম খালেদা জিয়া কখনো আপোষ করেননি। তিনি শনিবার (২৩ আগষ্ট) বিকেলে নগরীর নাসিরাবাদ কনভেনশন হলে ড্যাবের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুশৃঙ্খল ও সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় চট্টগ্রাম শাখা ড্যাবের পক্ষ থেকে ভোটার এবং চট্টগ্রামের নেতাকর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও বেগম খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মদিন উপলক্ষে দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।চসিক মেয়র বলেন, শেখ হাসিনা ও জামায়াতে ইসলাম নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কারণেই এরশাদের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত হয়েছিল। অন্যথায় এরশাদের পতন ১৯৮৬ সালেই হতো। তিনি বলেন, ১৯৮৮ সালেও আন্দোলনের মুখে এরশাদ নির্বাচনের ঘোষণা দিলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের কারণে। এর পরপরই আন্দোলন জোড়দার হয়। সেসময় আমি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল ছাত্রদলের সভাপতি ছিলাম।খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ছাত্রদলের প্রভাব বৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরে শাহাদাত হোসেন আরও বলেন, বুয়েট, চুয়েট, ঢাকা মেডিক্যাল, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব ব্রিলিয়ান্ট ইনস্টিটিউশনে ছাত্রদলের জয়জয়কার দেখা গেছে। এমনকি ডাকসু নির্বাচনে আমান-খোকনের প্যানেল নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে।তিন বলেন, ২৭ নভেম্বর নুর হোসেন, মোজাম্মেল, জিয়াদসহ অনেকে শহীদ হয়েছেন। বিএমএর যুগ্ম সম্পাদক ডা. মিলন গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন, অথচ আওয়ামী লীগের মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন তার পাশে থেকেও অক্ষত ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদের পতন ঘটে।

বিএনপির এ নেতা বলেন, এই প্রক্রিয়ায় যদি বেগম খালেদা জিয়া ভূমিকা না রাখতেন তাহলে এরশাদের পতন এত সহজে সম্ভব হতো না। আর ১৯৯১ সালে জনগণ ভুল করেনি, খালেদা জিয়ার গলায় বিজয়ের মালা পড়িয়ে দিয়েছিল।তিনি ১/১১ এর সময়কার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, মাইনাস টু ফর্মূলা বাস্তবায়নের জন্য শেখ হাসিনাকে বিদেশে পাঠানো হয়। সে সময় মনের আনন্দে হাতে মেহেদি নিয়ে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়াকে বলা হলেও তিনি দেশ ত্যাগ করেননি। তিনি বলেছিলেন 'যদি বাঁচতে হয় এ দেশেই বাঁচব, মরতে হলে এ দেশেই মরব।তিনি বলেন, শেখ হাসিনা কুকর্মের বৈধতা দিতে রাজি হওয়ায় ২০০৮ সালে তাঁকে ক্ষমতায় বসানো হয়। আর খালেদা জিয়া বৈধতা দিতে রাজি হননি। এজন্যই ১৬ বছর ধরে নির্বিচারে হত্যা, গুম, মামলা হামলা চলছে।মানুষের অধিকার আদায়ে কথা বলার কারণে খালেদা জিয়াকে ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় জেলে ঢোকানো হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, মানুষের অধিকার, ভোটের অধিকার, মানবাধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, খাবার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বেঁচে থাকার অধিকারের কথা বলতে গিয়ে তাঁকে ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় জেলে ঢোকানো হয়েছে, গৃহবন্দি রাখা হয়েছে তিনি আরও বলেন, আল্লাহ যাকে সম্মান দিতে চান তাকেই সম্মান দেন। রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনার বিপরীতে খালেদা জিয়া রানীর মতো বিদেশে গেছেন, রানীর মতো সম্মান নিয়ে দেশে ফিরেছেন। আগামী নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে দেশনায়ক তারেক রহমান নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিএনপিকে ক্ষমতায় এনে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করি। ড্যাব কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটির আহবায়ক ডা. এস এম সারোয়ার আলমের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব ডা. রিফাত কামাল রনির পরিচালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন ড্যাব চমেক শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. জসিম উদ্দিন, চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. তমিজ উদ্দীন আহমেদ মানিক, মহানগর শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. আব্বাস উদ্দীন, উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল আলীম, চমেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. জসীম উদ্দীন, ডা. এম এ মান্নান, অধ্যাপক ডা. আনোয়ারুল হক চোধুরী, অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল মোত্তালিব, অধ্যাপক ডা. ইকবাল হোসেন, ডা. সুকান্ত ভট্টাচার্য, ডা. কামরুন নাহার দস্তগীর, ডা. মো. ইব্রাহিম চৌধুরী, রাঙামাটি জেলা ড্যাবের সভাপতি ডা. নীলু কুমার তন্চংগ্যা, জেলা ড্যাবের সাধারণ সম্পাদক ডা. বেলায়েত হোসেন ঢালী, ড্যাব নেতা ডা. মো. টিপু সুলতান, ডা. জীবক চাকমা, অধ্যাপক ডা. অজয় দেব, ডা. আনিসুল হোসেন বাবুল, ডা. জোনায়েদ মাহমুদ খান, ডা. মো. আইউব, ডা. মো. ইয়াসিন, ডা. মোস্তাফিজুর রহমান নাহিদ, ডা. আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, অধ্যাপক ডা. রাশেদ মীরজাদা, ডা. শাহাদাত হোসেন, ডা. জিনাত আরা চৌধুরী, ডা. এস মুজিবুর রহমান, ডা. ফিরোজ খান, ডা. মনোজ কুমার বড়ুয়া, ডা. আলী আজগর চৌধুরী, ডা. একেএম আশরাফুল করিম, ডা. শিহাবুল ইসলাম, ডা. জামাল হোসেন, ডা. এনামুল হক, ডা. মাফরুহা খানম পরাগ, ডা. হোসনে আরা বেগম, ডা. মোতাহার হোসেন, ডা. আবদুর রাজ্জাক শিকদার, ডা. রাসেল ফরিদ চৌধুরী, ডা. মিজানুর রহমান, ডা. তৌহিদুর রহমান, ডা. শোয়েবুল করিম পিউ, ডা. আকরাম হোসেন, ডা. মিনহাজ রানা, ডা. শাহনেওয়াজ সিরাজ মামুন, অধ্যাপক ডা. সুলতানা রুমা আলম, ডা. মাজেদ সুলতান, ডা. মো. রিজওয়ানুল

হক, ডা. রাহাত খান অন্জন, ডা. রাশেদুল হাসান, অধ্যাপক ডা. ময়নাল হোসেন, ডা. নাজমুল মোরশেদ, ডা. এরশাদুল হক, ডা. মো. মিনহাজুল আলম, ডা. মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী, ডা. তানভীর হাবিব তান্না, ডা. ইফতেখার মো. আদনান, ডা. ফারাহ মাবুদ সিলভী, ডা. সালমা আক্তার শিমু, ডা. চিন্ময় বড়ুয়া, ডা. মো. মোদ্দাচ্ছির রহমান, ডা. মো. মইনুদ্দিন, ডা. জোনায়েদ রায়হান, ডা. রিয়াসাদ শাহাবুদ্দিন, ডা. সাদ্দাম হোসেন, ডা. মেহেদি হাসান, ডা. মাহমুদ হোসেন, ডা. তারেকুল ইসলাম জনি, ডা. মো. জায়েদ, ডা. সাদ্দাম হোসেন, ডা. ইয়াসির আরাফাত, ডা. জাহেদুল আলম ইমন, ডা. গিয়াস উদ্দিন নয়ন প্রমূখ।

পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন
ধীরে ধীরে নগরীর সবগুলো রাস্তা সংস্কার করা হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল নালা অবৈধ দখলমুক্ত করা জরুরি। এ ছাড়া নগরবাসীর স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে এবং পরিবেশ সুন্দর রাখতে সবাইকে সচেতন হতে হবে। সম্প্রতি আব্দুল লতিফ সড়ক সংস্কারের জন্য ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ধীরে ধীরে নগরীর অলিগলির সবগুলো রাস্তা সংস্কার করা হবে। ইনশাল্লাহ প্রায় ২৩টি বড় সড়ক শিগগিরই নির্মাণ ও সংস্কার কাজ শুরু হবে। এতে চট্টগ্রামের অবকাঠামো উন্নয়নে আমূল পরিবর্তন আসবে।তিনি শনিবার (২৩ আগষ্ট) দুপুরে নগরীর চকবাজার ডিসি রোড়স্থ ভরাপুকুর পাড় এলাকায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ১৭ নং পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ডের অসহায় দু:স্থদের মাঝে চাল ও স্মার্ট কার্ড বিতরণ এবং বিএনপির সদস্য ফরম পূরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ডের দুই শত পরিবারের মাঝে চাল বিতরণ করেন।মেয়র বলেন, আমি যখন শপথ গ্রহণ করি তখন অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন জলাবদ্ধতা নিরসন কীভাবে করা হবে। তখন আমার প্রথম চিন্তা ছিল যেখানে যেখানে বড় বড় মার্কেট নালার উপর তৈরি হয়েছে সেগুলো ভেঙে দেওয়া। সেই প্রেক্ষিতে বহদ্দারহাটের একটি বড় মার্কেট ভেঙে দিয়ে সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেখানে বড় নালা তৈরি করেছি এবং সেটিকে বারইপাড়া খালের সাথে একটি বিকল্প চ্যানেলের মাধ্যমে কর্ণফুলি নদীর সাথে যুক্ত করেছি। এর ফলে এলাকায় ভালো ফল পাওয়া গেছে।তিনি বলেন, হিজরাখাল, বিকল্পখালসহ বিভিন্ন নালার সংস্কার কাজ সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের সহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত সহযোগিতায় সম্পন্ন করা হচ্ছে। এর ফলে বাকলিয়া এলাকায় জলাবদ্ধতার দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে। নালার সংস্কার কাজ অব্যাহত থাকবে, কারণ নালাই হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি ড্রেনেজ। তবে নগরবাসীকে সতর্ক থাকতে হবে যেন প্লাস্টিক, পলিথিন বা ককশিট নালায় না ফেলে, এগুলোই জলাবদ্ধতার মূল কারণ।ডা. শাহাদাত বলেন, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্লাস্টিক বোতল ও পলিথিনে জমে থাকা পানিই এ ধরনের ডেঙ্গু মশার জন্ম দেয়। তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। নাগরিক হিসেবে আপনারা কেবল সুবিধাভোগী নন, বরং নগরকে ভালোবাসা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও আপনাদের। চন্দনপুরা ব্রিজের কাজের ধীরগতির বিষয়ে তিনি জানান, ইতোমধ্যেই সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য বলেছেন। একইভাবে বাকলিয়া ও কালামিয়া বাজার এলাকার দীর্ঘমেয়াদি কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মেয়র তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, আমি শপথ নেওয়ার সময় বলেছিলাম, চট্টগ্রাম শহরের ৪১ ওয়ার্ডে ৪১টি খেলার মাঠ তৈরি করব। এ লক্ষ্যে আমি কাজ শুরু করেছি। তরুণ প্রজন্মের জন্য সুস্থ বিনোদন ও খেলাধুলার পরিবেশ নিশ্চিত করাই আমার লক্ষ্য। পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির আহবায়ক হাজী মো. এমরান উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মহিউদ্দিন মিজানের সঞ্চালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য গাজী মো. সিরাজ উল্লাহ, মোহাম্মদ মহসিন, সাবেক সহ দপ্তর সম্পাদক অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম, সাবেক সদস্য ফরিদুল হক লিটন, পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি শেখ আলাউদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহিম, আহবায়ক কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আবদুল কাদের, যুগ্ম আহবায়ক রাজা মিয়া, সাবেক কাউন্সিলর আরিফুল ইসলাম ডিউক, চকবাজার থানা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখম জাহাঙ্গীর আলম, বিএনপি নেতা মো. ইদ্রিস, হাজী নুর মোহাম্মদ, মো. আরিফ, মো. শাহজাহান প্রমূখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮